মুফতি আব্দুর রউফ সাহেব সাখরবী

কন্যা সন্তান আল্লাহর রহমত

অনুবাদ ও সংযোজন
মুহাম্মাদুল্লাহ

কন্যা সন্তান
আল্লাহর রহমত

মুফতি আব্দুর রউফ সাহেব সাখরবী
মুফতি ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম করাচী

অনুবাদ
মুহাম্মাদুল্লাহ
শিক্ষক : মারকাযে তালীমুল কুরআন বাংলাদেশ
সাইনবোর্ড, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
qasmim21@gmail.com

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক
আয়ান প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৭২-৪৩০৯২৯

মূল্য : ৮০.০০ (আশি) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক
ওয়াফি লাইফ.কম
রকমারী .কম
এ ছাড়া যে কোনো অনলাইন শপে পাওয়া যাবে॥

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ (بِنْتَ زَيْنَبَ) عَلَى عَاتِقِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি লোকদের ইমামতি করছেন। উমামা বিনতে আবুল আস (বিনতে যায়নব) রা. কে তিনি কাঁধে তুলে রেখেছেন। রুকুতে যাওয়ার সময় তাকে রেখে দিলেন। সিজদা থেকে উঠে আবার তাকে তুলে নিলেন। [সহীহ মুসলিম : ১০৯৬]

হযরত সাখরবী দা. বা. এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৭
অনুবাদকের কথা	৯
ভূমিকা	১২
পুত্র-কন্যা উভয়ই আল্লাহ তাআলার দান	১২
ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ	১৩
মেয়ে সন্তানের জন্মে খুশি না হওয়া	১৪
কন্যা সন্তানের জন্মে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্টি	১৪
কন্যা সন্তান প্রসবে স্ত্রীকে তালাকের হুমকি	১৫
জাহেলী যুগে কাফেরদের কর্মপন্থা	১৫
কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করব দেওয়া হত	১৬
কন্যা সন্তানকে অপমানের কারণ মনে করা	১৭
কন্যারা আল্লাহর আর পুত্র সন্তান আমাদের	১৭
একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা	১৭
মুসলমানদের এই কর্মপন্থা ঠিক না	১৯
মেয়েদের সাথে নবী সা. এর আচরণ	১৯
কন্যা সন্তান প্রতিপালনে জান্নাতের সুসংবাদ	২০
কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় হবে	২২

মাতৃস্নেহের বিস্ময়কর ঘটনা ২৩
জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহচর্য ২৪
কন্যা সন্তান প্রতিপালনের বড় ফযীলত তিনটি ২৬
কন্যা সন্তান জন্মে বেশি খুশি প্রকাশ করা উচিত ২৬
কন্যা সন্তান প্রতিপালনের ফযীলত কি শুধুই বাবার জন্য? ২৭
কেমন প্রতিপালনে জান্নাত পাওয়া যাবে? ২৭
অতীত অসদাচরণের জন্য কী করবে? ২৮
প্রথম সন্তান কন্যা হলে কি রিযিকে বরকতের কথা আছে? ২৯
কন্যা সন্তানদের হক ৩০
মহব্বত প্রকাশেও সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ৩০
সন্তানদেরকে দেয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা ৩১
প্রয়োজনে ব্যতিক্রমও হতে পারে ৩১
জীবদ্দশায় সম্পত্তি বণ্টন জরুরী নয় ৩২
জীবদ্দশায় সন্তানদেরকে সমান দিন ৩৩
দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া ৩৫
জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া করাচীর ফতোয়া ৩৫
বিয়ের কারণে মেয়ের অধিকার শেষ হয়ে যায় না ৩৬
কার্যকর দখল জরুরী ৩৭
এটা মেয়েদের প্রতি অবিচার ৩৯
ইসলামে সম্পত্তি বণ্টন ও উত্তরাধিকার আইন ৪০
এই অন্যায় মানসিকতার উৎপত্তি ৪২
খোলাসা : দুটি কথা ৪২
ছেলে সন্তান হওয়ার তাবীজ ৪৩
আরো একটি তদবীর ৪৪
বিয়ের জন্য পরীক্ষিত আমল ৪৪
নারীদের প্রতি হাদীসে বর্ণিত কয়েকটি নির্দেশনা ৪৬

হযরত সাখরবী দা. বা. এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব সাখরবী দা. বা. ইবনে মুফতি আব্দুল হাকীম সাহেব ইবনে মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব ইবনে মাওলানা আব্দুল গণী সাহেব রহ.।

তিনি ১৯৫১ সালে সিন্ধের প্রসিদ্ধ শহর 'সাখর' এ ধার্মিক ও ইসলামী শিক্ষানুরাগী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মুফতি আব্দুল হাকীম সাহেব দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেছিলেন। মাযাহেরুল উলুমেও কিছুকাল ইলম হাসিল করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ভারতের *হারিয়ানা* থেকে *সাখর* হিজরত করেন।

হযরত মুফতি সাহেবের শিক্ষা-দীক্ষা পিতা মুফতি আব্দুল হাকীম সাহেব নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন পিতার কাছে এবং স্থানীয় ইসলামিয়া স্কুলে। পরে জামিয়া আশরাফিয়া সাখর-এ ভর্তি হন এবং সেখানের মাশায়েখ থেকে ইলমে দীন হাসিল করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যান জামেয়া দারুল উলুম করাচীতে। ১৯৭০ এ দাওরায়ে হাদীস সমাপন করে ইফতা বিভাগে ভর্তি হন এবং হযরত মুফতি শফী রহ., মাওলানা আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী রহ., মুফতি রফী উসমানী দা. বা. ও শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা. এর তত্ত্বাবধানে দুই বছর মেয়াদী ইফতা কোর্স সমাপ্ত করেন।

যাহেরী ইলমের পাশাপাশি রুহানী তরবিয়তের দিকেও পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। মাশায়েখের হাতে নিজেকে সোপর্দ করেন। সর্বপ্রথম মুফতি শফী রহ. এর সাথে বায়াত ও ইসলাহের সম্পর্ক গড়েন এবং খুব ইস্তেফাদা করেন। এক পর্যায়ে হযরত মুফতি সাহেবের কাছ থেকে ইজাযত ও খেলাফত লাভ করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী, হযরতের পিতা মুফতি আব্দুল হাকীম সাহেব, ডাক্তার হাফীজুল্লাহ মুহাজিরে মাদানী রহ. এর দিকে রুজু করেন এবং তাদের কাছ থেকেও খেলাফত লাভ করেন।

এখন তিনি নিজেকে শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী সাহেব দা. বা. এর সাথে জুড়ে রেখেছেন।

দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পরই মুফতি শফী সাহেব রহ. এর নির্দেশে জামেয়া দারুল উলুম করাচীতে সহকারী শিক্ষক ও সহকারী মুফতি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রাথমিক স্তর থেকে নিয়ে ইফতা পর্যন্ত প্রায় সকল কিতাবই তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে পাঠদান করেছেন। বর্তমানে দাওরায়ে হাদীসে তিনি মুসলিম শরীফের দরস দিয়ে থাকেন। স্বহস্তে লিখিত ফাতাওয়ার সংখ্যা ৫১৯২। আর সত্যায়িত ফাতাওয়ার সংখ্যা ৯৫৮৭১। ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্যও হযরতের সুনাম রয়েছে।

হযরতের কর্মজীবন ও দীনি খেদমতের ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। করাচীর মসজিদে লিয়াকত-এ প্রায় বিশ বছর ধরে খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দারুল উলুম করাচীতে সাপ্তাহিক দরসুল কুরআন ও মঙ্গলবার বাদ আসর ইসলাহী মজলিসের ধারা দীর্ঘদিন থেকেই চলমান রয়েছে। ১৪৩০ হিজরীতে মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. এর পরামর্শে হযরত থানবী রহ. এর বিখ্যাত গ্রন্থ হায়াতুল মুসলিমীনের দরস শুরু করেন। দীর্ঘ এগারো বছর পর তা ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। এসব দরস গ্রন্থ আকারে বের হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৪ খণ্ড বেরিয়েছে। আশা করা যায়, ১০/১২ খণ্ডে সমাপ্ত হবে।

রচনাবলীর মধ্যে মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ, শরহু নুখবাতিল ফিকার, ইমাম নববী রহ. এর তাকরীবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ২৭ এর অধিক রেসালা ও পুস্তিকা রয়েছে। ১১ খণ্ডে হযরতের ইসলাহী বয়ানের সংকলন বেরিয়েছে। মাকতাবা দারুস সালাম থেকেও ৩ খণ্ডে হযরতের বয়ানের একটি সংকলন বেরিয়েছে। ইনশা আল্লাহ শীঘ্রই হযরতের ফাতাওয়া সংকলন *ফাতাওয়া সাখরবী* প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তাআলা হযরতের হায়াত ও খেদমতে অনেক অনেক বরকত দিন। আমীন ॥

অনুবাদকের কথা

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا وَبَعْدُ!

বর্তমান যুগকে প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে অনেক উন্নত, আধুনিক আপনি বলতে পারেন। কিন্তু আত্মিক শুদ্ধতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যে চরম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তা আর ব্যখ্যা করে বলা লাগবে না।

নারী অধিকার আজকে আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। সবাই সোচ্চার। তারপরও নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কেন?

কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, কন্যা সন্তান প্রসব করলে তালাকের হুমকি দিচ্ছে, এমন ঘটনা হরহামেশাই আমাদেরকে শুনতে হচ্ছে। একাধিক কন্যা সন্তানের জন্যে অনেক পিতার মধ্যেই এক প্রকার চাপা কষ্টও লক্ষ্য করা যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণ বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি দবেবর (অনেকটা গুই সাপের মতো) গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। [সহীহ বুখারী : ৩০৮৮]

জাহেলী যুগের কথা আমরা জানি, নারীর প্রতি অবিচার এতটাই চরমে পৌঁছে ছিল যে, পিতা নিজের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর

দিত। বেঁচে থাকার অধিকারটুকু তারা দিতে নারাজ ছিল। কন্যা সন্তানের প্রতি যে নির্মম আচরণ আমরা সমাজে দেখছি, তা কি হাদীসে বর্ণিত সেই পচন ও অশুভ প্রত্যাবর্তনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে?

অন্তত পুত্র সন্তানের জন্মে আমরা যতটা খুশি হই, কন্যা সন্তানের বেলায় কি ততটা খুশি হতে পারি? এই অসুস্থ মানসিকতার প্রতিকার না করে কি নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা রোধ করা সম্ভব? কখনই না।

তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা সন্তান প্রতিপালনে যে মহা সুসংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো জানলে কন্যা সন্তানের বাবারা নিজেদেরকে সত্যিই গর্বিত মনে করবেন। আর যারা এখনও এই নেয়ামত লাভে ধন্য হননি, তারা নিশ্চয়ই কন্যা সন্তানের আশায় বুক বাঁধবেন।

তবে এখানে লক্ষণীয় একটি ব্যাপার হল, হাদীস শরীফে এসেছে, فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ অর্থাৎ যারা কন্যা সন্তানদের প্রতি সদয় আচরণ করবে, বিনিময়ে তারা জান্নাত লাভ করবে। আহলে ইলম মনে করেন, এখানে কেবল খাওয়া-পরা এবং তাদের প্রতি ওয়াজিব ও আবশ্যিক কর্তব্য পালনই হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদ লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সদয় আচরণের জন্য আবশ্যিক কর্তব্যের বাইরে তাদের প্রতি বাড়তি যত্ন নিতে হবে। তাদেরকে ইসলামী মতাদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাদেরকে সততা ও পবিত্রতার সবক দিতে হবে। তারা যেন হারাম, বেপর্দা ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

শেষ কথা হল, নারীদের তত্ত্বাবধান একটি গুরু দায়িত্ব। এক দিকে যেমন বড় সুসংবাদ রয়েছে, অপর দিকে ঝুঁকিও কম নয়। অভিভাবকদের অবহেলা অযত্নের কারণে যদি মেয়েরা বিপথে চলে যায়, তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

হাদীসের প্রায় সবগুলো কিতাবেই সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, নবী আলাইহিস সালাম সতর্ক করে বলেছেন, জাহান্নামে আমি নারীদের সংখ্যাই বেশি দেখেছি। এর কিছু কারণ তিনি চিহ্নিত করেছেন। সাথে মুক্তির কতগুলো উপায়ও বাতলে দিয়েছেন। এই স্বল্প পরিসরে সেগুলো ব্যখ্যা করার সুযোগ নেই। বইয়ের একেবারে শেষ দিকে অনুবাদসহ কয়েকটি হাদীস দেয়া হল। আমরা বিস্তারিত জেনে নেয়ার চেষ্টা করব।

মৌলিকভাবে নারীদের জাহান্নামে যাওয়ার যে কারণগুলোর কথা হাদীসে এসেছে, তার মধ্যে স্বামীর অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা, খোলামেলা চলাফেরা, বিনা কারণে স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স চেয়ে নেয়া, মৃতদের জন্য বিলাপ করা, প্রতিবেশী ও অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তির কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, বেশি বেশি সদকা করা, স্বামীর কৃতজ্ঞতা ও তার হক আদায় করা, জবান সংযত রাখা।

কন্যা সন্তান আল্লাহর রহমত হযরত সাখরবী দা. বা. এর একটি বয়ান সংকলন। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আমরা অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাঠকদের উপকারের কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ও সাথে সংযোজন করেছি। বইটি প্রকাশ করছে হাসানাত প্রকাশন। এটিই তাদের প্রথম প্রকাশনা। আল্লাহ তাআলা তাদের পথ চলা সহজ করে দিন। সহকর্মী মারকাযে তালীমুল কুরআন বাংলাদেশের মুহতারাম উস্তাদ মুফতি নেয়ামতুল্লাহ সাহেব ব্যস্ততার মধ্যেও যত্নের সাথে প্রুফ দেখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। বইটি সকলের জন্য উপকারী হবে, দয়াময় আল্লাহর কাছে সেই নিবেদন রইল।

মুহাম্মাদুল্লাহ
২৯/০৩/২০২২
মারকাযে তালীমুল কুরআন,
সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

ভূমিকা

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আমরা এখানে শুধুই আমাদের ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির জন্য উপস্থিত হয়ে থাকি। এখানে আমরা যেসব কথা শুনব, বলব, তার উপর আমলের চেষ্টা করব। এসবের উপর আমল করতে থাকলে আমাদের শুদ্ধি ও সংশোধন আপনা-আপনি হতে থাকবে। শুদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ফলে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হতে থাকবে। আর এই সুদৃঢ় সম্পর্কই হল দীন ও দুনিয়ার সফলতার ভিত্তি।

আপনাদের সামনে কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলাম। তার থেকে একটি আয়াত নিয়ে কথা বলব। আর এর বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কথাগুলো আল্লাহ তাআলা *সূরা নাহল*-এ বলেছেন, তার আলোকে সমাজের একটি মারাত্মক সংকট ব্যখ্যা করার চেষ্টা করব। আমাদের মধ্যে এই অসুস্থ মানসিকতা থাকলে যেন আমরা যেন তা দূর করতে সচেষ্ট হই এবং নিজেদের সংশোধনের চিন্তা করি।

পুত্র-কন্যা উভয়ই আল্লাহ তাআলার দান

মানুষকে আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এভাবে সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য ও তাৎপর্য আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তিনি বড় প্রজ্ঞাবান ও পরম দয়ালু। তিনি কাউকে শুধু কন্যা দান করেন। কাউকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। আর কাউকে পুত্র-

কন্যা উভয়ই দান করেন। আবার কাউকে পুত্র-কন্যা কিছুই দেন না। এই দান-বণ্টনও আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা ও কল্যাণ-জ্ঞানের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এ দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا.

> আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। [সুরা শুরা : ৪৯-৫০]

বন্ধ্যা অর্থাৎ তার না পুত্র সন্তান জন্ম হয়। আর না কন্যা সন্তান জন্ম হয়। হাজার চেষ্টা করলেও তার কোনো সন্তান হয় না। এসব আল্লাহ তাআলার হিকমত, প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামীতার ভিত্তিতেই হয়। যার জন্য যা উপযোগী মনে করেন, তাকে তাই দান করেন। কন্যা সন্তানও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। পুত্র সন্তানও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। পুত্র সন্তানের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি কন্যা সন্তানেরও প্রয়োজন রয়েছে। পুরুষ নারীর মুখাপেক্ষী। নারীরা পুরুষদের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা তার অপার প্রজ্ঞার ভিত্তিতে দুনিয়ায় এমন এক জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন, যাতে উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। তারা উভয়ই একে অপরের মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী। উভয়ের সৃষ্টি ও জন্ম আল্লাহ তাআলার হিকমত ও কল্যাণকামীতার উপর নির্ভরশীল। এ নিয়ে বিন্দু পরিমাণ আপত্তির সুযোগ নেই। কেউ আপত্তি তুললে অবশ্যই সে ভুল করছে।

ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ

আল্লাহ তাআলার এই হিকমত ও কল্যাণকামীতা দিয়ে যদি আমরা আমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করি, তখন কিছু মুসলমানকেও আমরা দেখতে পাই, ছেলে সন্তানের কি আশা, আকাঙ্খা তাদের! কত অধীর

আগ্রহ অপেক্ষা! আর ছেলে সন্তান জন্ম নিলে তো খুশীর অন্ত নেই। ঘটা করে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে জানাচ্ছে। খুশীতে মিষ্টান্ন বিতরণ করছে। ধুমধাম আয়োজন করে আকীকা করছে। কথাবার্তায় সারাক্ষণ ছেলে আর ছেলে। তারপর লালন পালনে বিশেষ যত্ন। একটু অসুস্থ হলেই ডাক্তারের কাছে ছুটাছুটি। কখনো হসপিটালে। কখনো হেকিমের দরবারে। না জানি অসুস্থতা বেড়ে যায়। মারা যায় কিনা আবার।

মেয়ে সন্তানের জন্মে খুশি না হওয়া

আর মেয়ে হলে আমরা দেখতে পাই বিপরীত চিত্র। খুশীর আমেজ নেই। কাউকে বলছে না, আমার মেয়ে হয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করলেও চট করে বলছে না। সময় নিচ্ছে। হালকা আওয়াজে, চাপা গলায় বলছে, মেয়ে হয়েছে। মেয়ে হওয়ার কারণে খুশি আনন্দ কিছুই নেই। মিষ্টান্ন দ্রব্যের বিতরণ নেই। আকীকার গুরুত্ব নেই। আকীকা করলেও বাজার থেকে পশু কিনে এনে গলায় ছুরি চালিয়ে কোনো রকম চালিয়ে দেয়া।

কন্যা সন্তানের জন্মে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্টি

বরং কখনো কখনো কন্যা সন্তান প্রসব করায় স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি নারাজ হয়ে যায়। স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। অথচ মানুষ হিসেবে তো তার এতটুকু শোধ-বোধ থাকার দরকার ছিল যে, এখানে এই বেচারীর কি করার আছে? না ছেলে জন্ম দেয়ার এখতিয়ার তার আছে, না মেয়ে জন্ম দেয়ার। তার এখতিয়ারে কিচ্ছু নেই। তোমার নিজের এখতিয়ারেও কিছু নেই। এক্ষেত্রে উভয়ে সমান।

বাস্তবতা হল, সব কিছু আল্লাহ তাআলার হুকুমে এবং তার হিকমত ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তিনি একমাত্র স্রষ্টা। তিনি চাইলে পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। তার ইচ্ছা অনুযায়ী কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। এর জন্য স্ত্রীর উপর নারাজ হওয়া, তার সাথে কথাবার্ত বন্ধ করে দেয়া চরম স্পর্ধার বিষয়। তারপরও কিছু মুসলমান এমন আছে, কন্যা

সন্তান প্রসব করায় স্ত্রীর উপর নারাজ হয়। বন্ধু-বান্ধব থেকে লুকিয়ে থাকে। কেউ না আবার জিজ্ঞেস করে বসে, তোমার ঘরে কী হয়েছে? আর তাকে *মেয়ে হয়েছে* বলে লজ্জায় পড়তে হয়।

কন্যা সন্তান প্রসবে স্ত্রীকে তালাকের হুমকি

এমন ঘটনাও শোনা যায়, এক দুইটা কন্যা সন্তান জন্মের পর স্বামী তার স্ত্রীকে এমন কঠোর কথাও শুনিয়ে দিয়েছে যে, পরবর্তী সন্তান কন্যা হলে তোকে তালাক দিয়ে দিব। নাউযু বিল্লাহ। এ কেমন বাড়াবাড়ি, কত বড় স্পর্ধা ওদের!

যাই হোক, সার কথা হল, এমন মুসলমানও আছে, কন্যা সন্তান জন্মের কারণে যারা নাখোশ হয়। এটা নিজের জন্য দোষের মনে করে। অপমানের কারণ মনে করে। এর বিপরীতে পুত্র সন্তানের জন্মকে সম্মান ও গর্বের বিষয় জ্ঞান করে। পুত্র সন্তানের জন্মে খুশীতে ভরে ওঠে। কিন্তু মেয়ে সন্তানের জন্মে তারা খুশী হতে পারে না। একজন মুসলমানের কাজ ও মানসিকতা নাজায়েয ও গুনাহ। প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলার হিকমত, প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামীতার উপর আপত্তি উত্থাপন। আল্লাহ তাআলা এর থেকে সকলকে হেফাজত করুন।

জাহেলী যুগে কাফেরদের কর্মপন্থা

কুরআনে কারীম এটাকে কাফেরদের কর্মপন্থা হিসেবে উল্লেখ করেছে। ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকদের রীতি ছিল, তাদের ঘরে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে কন্যার পিতা এই জন্মকে নিজের জন্য কলঙ্ক ও অপমানের কারণ মনে করত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে লোক চক্ষুর আড়ালে চলে যেত। লুকিয়ে চলাফেরা করত। না জানি কি সন্তান জন্ম নেয় তার ঘরে। তারপর পুত্র সন্তান জন্ম নিলে এটাকে নিজের সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করত। আর কন্যা সন্তান জন্ম নিলে এটাকে তার দোষ ও অপমানের কারণ হিসেবে দেখত। সে চিন্তা করত, যদি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়, আর আমি

মানুষের সামনে থাকি, তাহলে আমাকে অপমান অপদস্ত হতে হবে। এজন্য সে আগেই আড়ালে চলে যেত। মানুষের সাথে উঠাবসা ছেড়ে দিত। পরে যদি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ পেত, তখন জনসম্মুখে আসত। গর্বভরে সবাইকে বলত, আমার ঘরে ছেলে হয়েছে। আমি তার এই নাম রেখেছি।

কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করব দেওয়া হত

জাহেলী যুগে মানুষের মূর্খতা এতটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মের পর তারা চিন্তা করত, এই কন্যাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখব, যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন আমাকে লজ্জা ও অপমানের বোঝা বইয়ে বেড়াতে হবে। হয় তাকে হত্যা করব। না হয় জীবন্তই দাফন করে দিব এবং এই আপদ থেকে প্রাণে বাঁচব। নাউযু বিল্লাহ।

কিছু লোক কন্যাদেরকে জীবন্তই দাফন করে দিত। আর কেউ কেউ আগে হত্যা করত। তারপর মাটি চাপা দিয়ে রেখে আসত। মেয়েদের উপর তারা এতটাই অবিচার করত। কুরআনে কারীম *সূরা নাহল*-এ তাদের এই ঘৃণ্য কাজের বিবরণ তুলে ধরেছে এভাবে :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কওমের থেকে আত্মগোপন করে। আপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ! [সূরা নাহল : ৫৮-৫৯]

কন্যা সন্তানকে অপমানের কারণ মনে করা

মুফাসসিরীনে কেরাম তাদের এসব কর্মকাণ্ডের কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হল, কন্যা সন্তানকে তারা অপমানের বিষয় মনে করত। এজন্য কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। কতক মুফাসসির এর কারণ লিখেছেন, কন্যা সন্তানকে তারা দারিদ্র্যের কারণ মনে করত। কন্যা সন্তান হলে জীবনভর তাকে দিয়েই যেতে হবে। উপার্জন করে খাওয়াতে হবে। আল্লাহ হেফাজত করুন। এজন্য তারা কন্যাকে নিজের জন্য বোঝা হিসেবে দেখত। তাদের খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্বকে অনাকাঙ্খিত বিপদ ভাবত। এজন্য তারা কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। অথবা হত্যা করে মাটি চাপা দিত।

কন্যারা আল্লাহর আর পুত্র সন্তান আমাদের

কতক আহলে ইলম এর কারণ লিখেছেন, জাহেলী যুগে লোকদের বিশ্বাস ছিল, ফিরিশতা আল্লাহর কন্যা। কারো ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তি চিন্তা করত, সকল কন্যাই আল্লাহ তাআলার। শুধু পুত্র সন্তানগুলোই আমাদের। তাই এই কন্যাকে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলার কাছে পাঠানোর কথা চিন্তা করে তারা কন্যাকে জীবিত কবর দিত। যেহেতু সে আল্লাহর আমনত। তাই তাকে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেয়াই যথার্থ।

শেষ কথা হল, অপমানবোধের কারণেই হোক, দারিদ্র্য ও অভাবের ভয়েই হোক আর *কন্যারা আল্লাহর আর পুত্ররা আমাদের* এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই হোক, সর্বাবস্থায় তাদের এসব কর্মকাণ্ড হারাম, অবিচার ও নাজায়েয।

একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা

জাহেলী যুগে কেউ কেউ তো দশ বারোটা পর্যন্ত কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দিয়েছিল। হাদীস শরীফে এমন একটি বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ

এসেছে। এক ব্যক্তি মুসলমান হলেন। একটি স্বীকৃত বিষয় আমরা সবাই জানি যে, কাফের অবস্থায় একজন মানুষ যত গুনাহ্-ই করুক, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এখানে আলোচনার বিষয় হল, মুসলমান হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার জাহেলী যুগের ঘটনা শুনিয়েছেন।

হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি কন্যা সন্তান ছিল। সে দিন দিন বড় হতে থাকে। কিন্তু জীবিত থাকার বিষয়টা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। একদিন আমি তাকে তার মায়ের কাছ থেকে কোনো এক বাহানায় নিয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম, চলো একটু ঘুরে আসি। পরে আমি তাকে এক খোলা প্রান্তরে নিয়ে গেলাম। সেখানে পূর্বেই আমি একটা গর্ত করে রেখেছিলাম। সেখানে গিয়ে তাকে বললাম, আমি এ কূপটি খনন করব যেন পানি পাওয়া যায়। আমি তোমাকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি বালতিতে মাটি ভরে দিবে আর আমি তা উপরে তুলে নিব।

মেয়ে আমার কথা মেনে নিল। সে নিচে নেমে গেল। কিন্তু যখনই সে নিচে নামল আমি তার উপর মাটি দিতে শুরু করলাম। মেয়েটি আমাকে বলল, আব্বা! আপনি কী করছেন? আমার উপর মাটি দিচ্ছেন! কিন্তু আমি এতটাই কঠিন দিলের ছিলাম যে, তার কথায় কোনো আছর হল না। আমি মাটি দিতেই থাকলাম। প্রথমে মাটি তার হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে নিল। পরে পেট, এরপর বুক, তারপর ঘাড়, অবশেষে মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিল। এমনকি মাটি যমিনের সমান হয়ে গেল। আমার মেয়েটি চিৎকার করছিল, আমাকে ডাকছিল। এক সময় তার চিৎকার ও ডাকাডাকি শেষ হয়ে গেল। আমি তাকে এভাবে জীবিত দাফন করে ফিরে এলাম।

তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা শুনিয়েছি তখন তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, এ কেমন পাষণ্ডতা! [আল ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত ২৪/২১৫, কায়েস ইবনে আছেম ইবনে সিনান ইবনে খালেদ-এর জীবনী দ্রষ্টব্য]